সংবেদ

NSS UNIT BETHUNE COLLEGE,

COMPILED AND EDITED BY DEPARTMENT OF HISTORY,
(STUDENTS OF - SEM 2,4,6, 2021)

Cover Page art by -Ankita Das

From the Editors!

For the past one year the pandemic has brought all our ideas and endeavors to a pause. However this situation has enabled us to explore the previously ignored nature that surrounded us. This enabled the members of NSS unit of Bethune College to take on a virtual initiative to start an e-magazine, with the help of the students of the History Department. This magazine aims to make people aware of the concerns of young minds about the environment.

We the students of the three semesters of History Department have come together to show our creativity through our works. Being the students of history, we have witnessed through the chapters how nature have shaped human civilization. The articles and the artworks have captured the relationship between man and nature in vibrant colours and how the nature that has created us can also destroy us.

On this World Environment Day we endeavor to make people aware about Our Mother Nature and the condition in which She is in through our e-magazine "Sangbed". It's worth mentioning that the students have worked tirelessly within a very short time and made this initiative a success. And last but not the least, without the help and cooperation of the NSS unit of our college, this work would not have been possible!

Editorial Board,
Joyasree Adhikary, Srijani Das,
Ayantika Mishra, Sutanwi Ghosh,
Arpita Roy, Prajya Paramita
Dutta

সূচীপত্র

Title	Name	Page No.
From the Editors		2
A Brief History of World Environmentalism	SUTANWI GHOSH,	4-5
"প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা।..."	~APARNA CHAKRABORTY	6
Painting Plate	Ankita Roy Chowdhury ABANTIKA DE	7
পরিবেশ ও দূষণ	Payel Chakraborty	8
Painting Plate	Suprima Shahnaaz Rashni Shaw	9
Tommy v/s Bholu	- Tanima Mukherjee,	10
"When I came out of,the oakwood, back to human company,	Asmita Kundu	11
Painting Plate	KABITA PURKAIT Srabana Bhattacharjee	12
Is it necessary to modify animals in order to remain competitive?	ARITRI DUTTA	13
Painting Plate	Trinya Mukherjee Keya Das	14
রবি ঠাকুর : সৃষ্টিতে বিজ্ঞান।	- সৃজনী দাস	15-16
Painting Plate	Tanima Mukherjee Joyasree Adhikary	17
।।ভাঙনের জয়গান গাও।।	শিঞ্জিনী ঘোষ,	18
Painting Plate Photography plate	AKRITI MONDAL Srijani Das	19
Photography plate	Srijani Das Srijani Guha	20
Photography plate	Srijani Guha	21-23
পরিবেশ, সমাজ ও আমরা	- Ayantika Mishra	24-25
5g – A cure or a curse!	Arpita Roy,	26
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম...	TISHYA GHOSH	27-28
Photography plate	Shinjinee Ghosh Ashmita Kundu, প্রত্যাশা পাল Tiyasa Bose	29-30
acknowledgement		31

A Brief History of World Environmentalism

SUTANWI GHOSH, SEM 4.

Nature and human beings have very close connection with each other for a long time. Since stone ages humans had been dependent on the nature for their survival in this world. Big civilisations had been built by men on the bank of the rivers of the world . men have come a long way from completely being in mercy of nature to creating an artificial environment with the help of technology. But still human beings are literally helpless when nature shows its ferocious side like 2006 tsunami that happened in indian ocean or the recent yaas cyclone that raged over 100 of villages of coastal areas of bengal and odisha. Human development have left deep imprint on the nature in forms of pollution and global warming.The concern for environmental protection has recurred throughout the history of the world at different time periods. This can be traced back to ancient india where in indus valley civilization where people worshipped plants and animals as deities. Ancient indian texts like the mahabharata, ramayana, puranas, upanishads had talked about preservation of environment and ecological balance and in 6th century BC, jainism was revived by mahavira which has core values that were compatible with environmental activism which was enforced through the principal of non violence. In middle east, caliph abu bakr in 630BC commanded his armies not not to burn any trees or kill any of enemy’s flock. Arabian medical and scientific treaties of 9th and 13th centuries talk about environmentalism and environmental science including pollution. In europe, environmentalism developed through romanticism around 1800s. The concern for environment became prominent in england with the growth of industries. Organisations like ‘society for protection of birds’(1889) and ‘national trust for places of historic interest or natural beauty’ (1894) popped up all over england to conserve it’s natural resources. This took shape of a environmental movement in north america when john muir one of the early environmentalist persuaded congress to create yosemite national park to conserve the valley. Even in nazi germany, high ranking nazi officials were environmentalists and wanted to protect the german forests. The movement continued to grow in 1960s and 1970s with formation of environmental protection agency in 1970 and DDT was banned in 1972. United nations had its first environmental conference and first earth day was also celebrated in 1970. The movement became more mainstream with the growing awareness for global warming. International activism is now shaping world politics as well which was seen in 1992 united nations conference on environment and development also known as the earth summit held at rio de janerio, brazil which was attended by 180 countries, several business group and non-governmental organizations and media. In 21st century, environmental movement not only concerns the environment but also the rights of the people who are directly affected by the hazards like pollution, flood global warming. For example in india under the leadership of medha patekar , adivasis, farmers and environmentalists and human rights activists of madhya pradesh started

Narmada bachao andolan in 1985to stop the building of sardar sarovar dam on narmada river as it threatened to flood several villages and cut down large areas of forests. The chipko movement which began in 1973 at uttarakhand saw thousands of women coming out of their homes to hug the trees as a sign of protest against the government who had illegally ordered to clear a large part of the forest for a sports company. Despite so many movements, conferences done all over the world to protect our environment by cutting down the pollution, the problem of environmental damage still remains. The consequences of not taking proper measures to protect the nature seems to be quite heavy which we can see in form of a pandemic which has brought the world to a pause or the forest fires at amazon and australia that almost wiped out half of the forests that produces 15 percent of oxygen for our atmosphere and killing hundreds of animals and snatched away the livelihood of the people who depended on it. Therefore this earth environment day on 5th june let us all come forward and take a pledge to be aware and take care of our environment in whatever small way we can to protect our environment.

~APARNA CHAKRABORTY
Sem 2, History Department.

"প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা।..."
'পল্লী প্রকৃতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই অমোঘ সত্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আজি হতে শতবর্ষ আগে'! এতদিনে প্রকৃতির সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত। ফলস্বরূপ, আম্ফান থেকে যশ – প্রতি বছর ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে আমাদের। আমাদের সভত্যার দাপট ধ্বংস করেছে পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন কে। আর আজ! আমরা দামাল ভাইরাসের দাপটে অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছি! আমাদের ভারতের ফুসফুস সুন্দরবন। আমরা গর্ব করে বলি বটে সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপে সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য, রামসার তালিকাভুক্ত জলাভূমি ও জাতিপুঞ্জের ঐতিহ্যবাহী স্থান। কিন্তু ১৭৮৩সালে টিলম্যান হেঙ্কলের উদ্যোগে সুন্দরবনে জনপদ পত্তনের পর থেকে আজ অবধি চলছে সভ্যতার নামে বর্বরতা। আমাদের বিপর্যয়ের ঢাল ম্যানগ্রোভ আজ লোভের আগুনে ছাই। পাহাড় কেটে, সমুদ্র রুখে আমাদের উগ্রতার ফল নানা বিপর্যয়ে হাতেনাতে পাচ্ছি।

শহর-মফঃস্বলে সবুজ বলতে আজ পাঁচতারা আবাসনে সবুজায়নের কৃত্রিমতা, যেখানে সোঁদা গন্ধ নেই, যা স্বার্থপর দৈত্যের বাগানের মতোই নির্জীব, বসন্তও যেখানে নীরব। উঠোন জুড়ে কালকের গাছগাছালি, আজ ফ্ল্যাট-কুঠুরির ছোট্ট ব্যালকনিতে দুটো টবের গাছ, আর তার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'গাছ লাগাও' স্লোগানে পরিণত। বাজারে 'একটা প্লাস্টিক হবে?' জানতে চাওয়া আমরা এসি ঘরে বসে মোবাইল স্ক্রিনে পড়ি এসির অপকারিতা বা মোবাইল টাওয়ারের কুফল, মুখস্থ করি পরিবেশ দূষণের ইতিবৃত্ত। জানলার ধারে বসে পাশের বাড়ির বড় গাছটা কাটতে দেখি মুখ বুজে, তখন আমাদের সামনে খোলা থাকে সুন্দরলাল বহুগুনা বা গ্রেটা থানবার্গের আন্দোলনের বৃত্তান্ত। আমরা পরিবেশ নিয়ে অনেক কিছু জানি বুঝি, কিন্তু কিছু করি কি? বিনাশের পালা তো শুরু হয়ে গেছে। লকডাউনে সুস্থ হয়ে প্রকৃতি বুঝিয়েও দিয়েছে আমাদের তার প্রয়োজন নেই। এবার বোধহয় আমাদের নিজেদের শুধরে বলা উচিত, "ক্ষমা করো..."। "হিংস্র প্রলাপের মধ্যে এই হোক তোমার সভত্যার শেষ পুন্যবাণী..."। নইলে 'মনে রেখো শেষের সেদিন ভয়ংকর'। 'Ecosystem Restoration' ২০২১ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এই মূল ভাবনাটি আমাদের জীবনে ছাপা থাকুক সারা বছর।

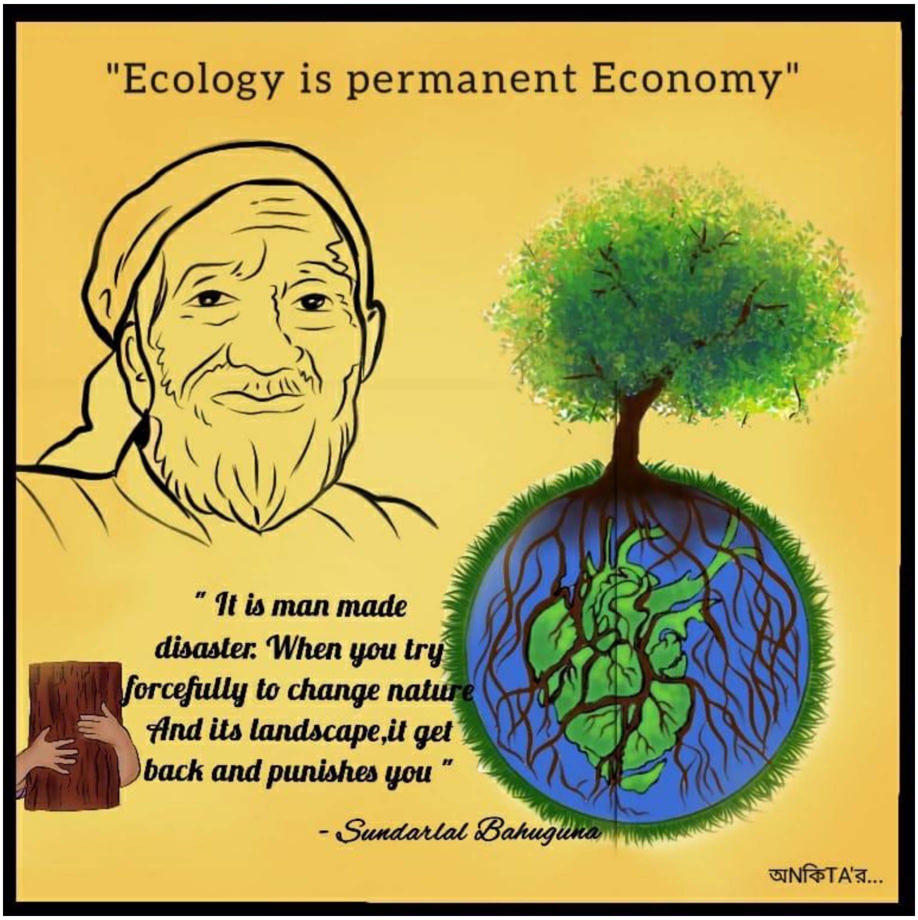

Ankita Roy Chowdhury
Second sem

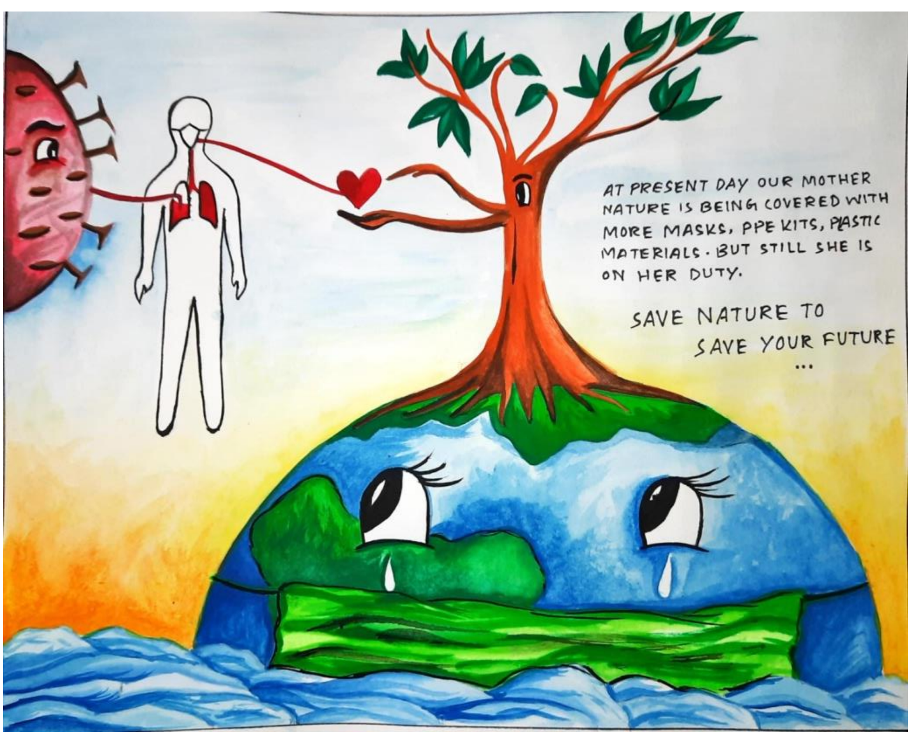

Abantika Saha,
Second sem.

পরিবেশ ও দূষণ

Payel Chakraborty, Sem 6

বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ কে ব্যাখ্যা করতে হলে, বলতে হয়, পরিবেশ যখন কোন দূষক পদার্থের প্রবেশ ঘটে এবং তার ফলে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেই পরিস্থিতিকেই বলে পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের ফলাফল স্বরূপ আজ মানবজাতি নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের শারীরিক তথা মানসিক জরা ব্যাধির মূলেও রয়েছে এই পরিবেশ দূষণ। কিন্তু আমাদের এই নির্মম পরিণতির মূলে, আমরাই বহুলাংশে দায়ী।

মানবজাতির ক্রমবর্ধমান লোভ, চাহিদা এবং আধুনিকতার তাগিদে মানুষ নিজেই পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবুজ বনভূমি এক নিমেষে ধ্বংস করেছে মানুষ। মানবজীবনে গতি আনার তাগিদে যথেচ্ছাচার চালিয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছে, প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।

যেই মাতৃ- প্রকৃতি , একদা মানুষকে বেঁচে থাকার সবুজ সঞ্জীবনী উপহার দিয়েছিল, আধুনিকতার যাঁতাকলে মানুষকে ধ্বংস করে পৃথিবী কে করেছে রিক্ত, শুন্য। জীবনধারণের জন্য আবশ্যিক শুদ্ধ বায়ু, পানীয় জল ইত্যাদি যার সবকিছুই আজ কলুষিত এবং সীমিত।

শুধুমাত্র পরিবেশকে ধ্বংস করে মানুষ ক্লান্ত হয়নি। মানুষের এই লোভের শিকার হয়েছে জীবকূলের বহু প্রাণী। এই প্রাণীসমূহ আজ বিরল প্রজাতি এবং বিলুপ্ত হবার পথে।

মানুষ তার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যেমন সভ্যতার আঙ্গিকে বহু জিনিস সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনই অপরদিকে মানুষের লোভ এবং আগ্রাসী মনোভাব ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিয়েছে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য।

কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়--

" যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো"।

তবে মানুষের করা এই ধ্বংস এবং ক্ষয়ের সত্যিই কোনো ক্ষমা হয় কিনা তা জানা নেই। তবে বলা বাহুল্য, আজ এই মুহূর্ত থেকে যদি ব্যক্তিবিশেষে আমরা প্রতিটা মানুষ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরিবেশের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন সভ্যতার ধারক ও বাহক তথা বুদ্ধিমান মানুষ অর্থাৎ মানবজাতি ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Suprima Shahnaaz
Second sem

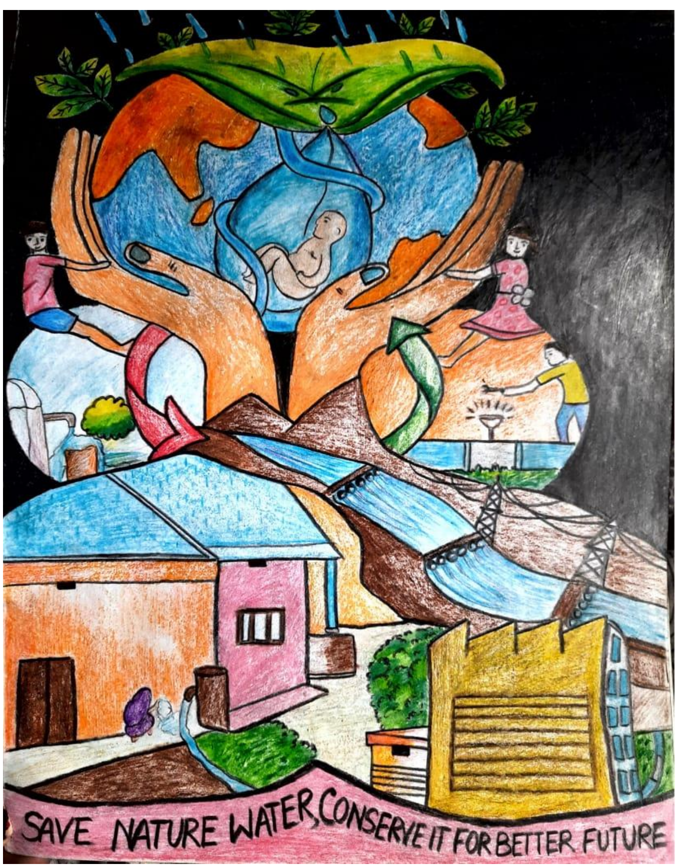

Rashni Shaw
Second sem

Tommy v/s Bholu

- Tanima Mukherjee, SEM 2

“Don’t let that street dogs in” v/s “C'mon doggo, have some more food”
Our negligency towards street animals and partiality towards pet animals can be seen often in the daily basis. The hypocrisy of human beings lead to infections and diseases of street animals whereas the lovable doggo gets all the extra food without any hesitation. The societical barriers cannot enhance us to divide our love for animals. The care and affection should be uplifting and inspiring.

Like those of the social division of rich and poor, we are also more indulge towards pet dogs because they are well-maintained, vaccinated and so on. But the same can also be provided to the street animals who does without food or shelter or out of cold. Even if one-third of the money is used for street animals from the money we use for home ones, they will get any better life and will live more.

If we stop running our vehicles over those sleeping animals at night, or if we take more animals to get when they are injured, or if we take them to better shelters during natural disasters, this will help anyday to lift up their life in happy way.

Asmita Kundu

"When I came out of,the oakwood, back to human company,
- My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree."
- --- My Own True Family, Edward James Ted Hughes

- Written in a dream narration, the poem tells the story of a child, who on entering an oak-wood while looking for a stag, comes across a feeble and ragged old woman, presumably Mother Nature, subjected to exploitation by human greed and hypocrisy. Put under her spell, the child finds himself entrapped in a circle of an old tribe who tell him of the atrocities being inflicted upon them by humans. Introducing themselves as his own true family, they declare how indiscriminately, they are nipped and mutilated, being deprived of human attention to them. The child is threatened to make an oath to plant two trees when he witnesses one being felled, refusing to which, he will be shroud over by the black oak bark, signifying barrenness and aridity, and engraved among the roots.

However, this incident occurs as a dream that transforms his inner conscience and compassion towards trees and environment. Thus, on his way back to human society, he was a human child in form but a tree at heart. In today's picture of a technically advanced modern society, we are often ignorant of the consequences of the void that will be created by the absence of trees in our natural environment. The rising issue of global warming and natural disasters resulting from ruthless deforestation poses a severe threat to human existence as well. Humankind needs to be awakened, both morally and scientifically, to put into active practice, the conservation of our natural environment, in order to maintain the peaceful and harmonious balance in ecological diversity.

Kabita Purkait,
SEM 4

Srabana Bhattacharjee
Sem 2

Is it necessary to modify animals in order to remain competitive?

ARITRI DUTTA
SEM 6

Humans have been modifying genetics since prehistoric times, when they deliberately bred creatures to alter genetics. According to Rangel, dogs were likely the first creatures to be purposely genetically modified, with the earliest attempts stretching back roughly 32,000 years.

The technology that specifically cuts and transfers a piece of recombinant DNA (rDNA) from one organism to another was developed in 1973 by Herbert Boyer and Stanley Cohen, researchers at the University of California, San Francisco, and Stanford University, respectively. Today, cattle are frequently selectively bred to increase growth rate, muscular mass, and disease tolerance. According to a 2010 issue of the journal of Anatomy, certain lines of meat chickens have been developed to develop 300 percent quicker today than they did in the 1960s. The judiciary in the United States has ruled that genetically engineered DNA sequences can be patented. That makes it more lucrative for establishments to study DNA manipulation instead of working for the general good of humankind. There is a recognized danger of new diseases emerging as a result of horizontal gene transfers. This generates a downward spiral of risk for humans in the food chain, especially if the pathogen may infect numerous species.

Although genetic engineering is a well-established discipline, the results are not always predictable. Dolly the Sheep is the first mammal to have been cloned from an adult somatic cell. Dolly was the only lamb to be born out of 277 tries, which is not well known. Only 29 early embryos were generated, and 13 surrogate mothers were utilized to create Dolly.

Such advancement of biotechnology has had uninvited consequences from time to time but it is unfair to state that genetic engineering or modification of animals has solely negative effects on the environment but on weighing the consequences of such action, the bottom line persists to interrogate, just because we can, does it mean we should?

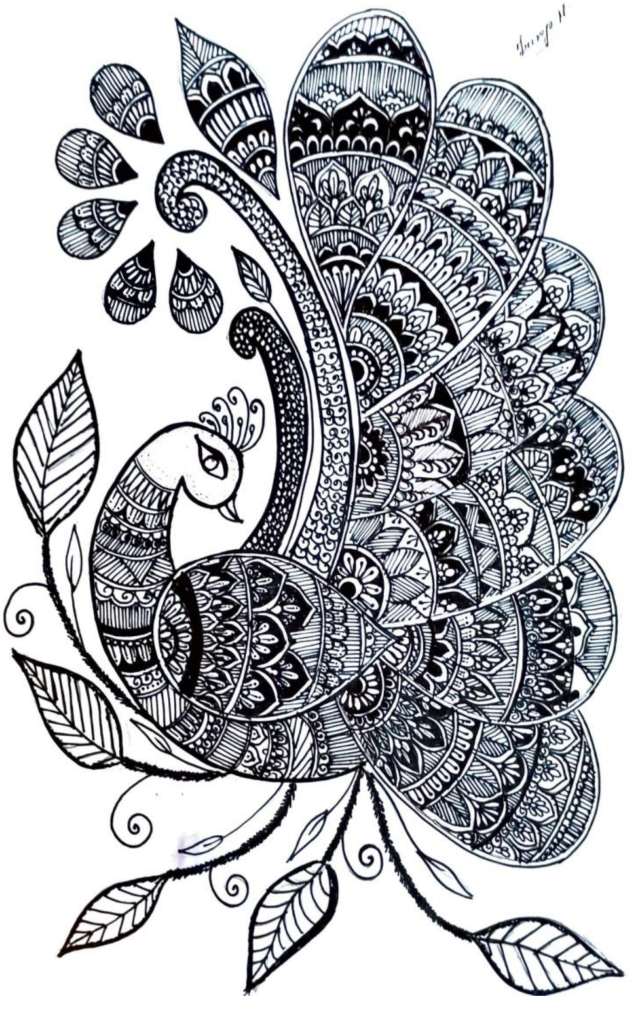

Trinya Mukherjee
SEM-2

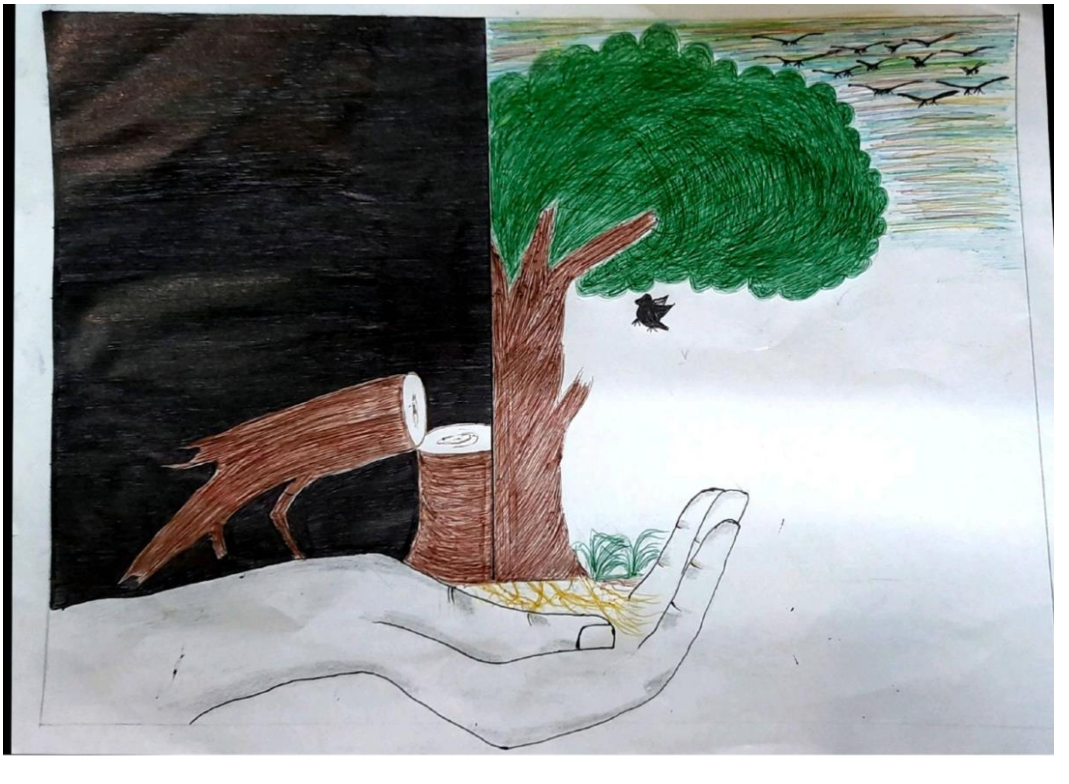

Keya Das

রবি ঠাকুর : সৃষ্টিতে বিজ্ঞান।
- সৃজনী দাস,ইতিহাস বিভাগ, ফোর্থ সেমিস্টার।

" ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন,ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন"

যে রবি ঠাকুরকে আমরা চিনি এক সাহিত্যিক, নাট্যকার, নোবেলজয়ী ও খুব বেশি হলে সঙ্গীতের এক নতুন ধারার প্রবর্তক হিসেবে,তিনি যে ঠিক কতবড় এক বিজ্ঞানী ছিলেন,কতখানি তার কর্মের,সৃষ্টির মধ্যে বিজ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে, তা অজানা আমাদের শতকরা নব্বইয়ের কাছেই! তিনি বনবাণী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়, প্রকৃতিমা কে তুলনা করছেন বাউলের সঙ্গে, যার একতারা হল জানলার সামনে আকাশের দিকে হাত তুলে থাকা বোবা বন্ধুরা, যাদের পাতায় রিনরিন শব্দে সুর বইছে বিলম্বিত লয়ে। গীতবিতানের, পূজা পর্যায়ের

" আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ"

বা, " সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ"-

বা, " আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে"

বা, " আকাশ জুড়ে শুনিনু,ওই বাজে,ওই বাজে"

গানগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বিজ্ঞানকে কি সহজ ভাবে তিনি সুরের বাঁধনে ফেলেছেন।প্রথম দুটি গানে যেমন সৌর জগৎ বা সোলার সিস্টেমের কথা তিনি বলেছেন, পরের দুটো গানে, তিনি আকাশের গায়ে কান পাততে বলেছেন; কান পেতে গান শুনতে বলেছেন, নীলিমার আরো কাছাকাছি যেতে বলেছেন! তাঁর ঋতু পর্যায়ের প্রায় সমস্ত গানেই রয়েছে প্রায় শখানেকেরও বেশি ফুল,পাখি, গাছের কথা। কেকা থেকে কাঞ্চন,মৌমাছি থেকে মাধবীলতা, যূথী থেকে যমুনা, তড়িৎ থেকে তমাল, বকুল থেকে বক - এ তালিকা শেষ হওয়ার নয়!শুধু গান নয়, শিশুপাঠ্য কবিতা " তালগাছ" এ তিনি বলেছেন তালগাছের সারাদিন একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে মনখারাপ হয়,তার ইচ্ছে হয় তার গোলগোল পাতা ফুঁড়ে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে।অর্থাৎ তালগাছের পাতা যে Round, Compound - এ ছবি তিনি এঁকেছেন শব্দে। মনে পড়ে, " ফুল" কবিতার কথা যেখানে বলছেন-

কাল ছিল ডাল খালি,/ আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,/ হয় সে কেমন ক'রে।
গাছের ভিতর থেকে/ করে ওরা যাওয়াআসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে/ কোথা যে ওদের বাসা।

অর্থাৎ,ডাল খালি থেকে রাতারাতি কি করে একরাতে গোপনে ফুল এলো কুঁড়ি তে, এ কথা কবি এক বিস্মিত বালকের ভাষায় বলেছেন। সে জিজ্ঞেস করছে মালীকে।এখানে গাছেদের গোপন কানাকানি অর্থাৎ, Polination, birth of flower from a bud, germination- বিজ্ঞানের এরকম কঠিন তত্বগুলো কি সহজ ছন্দে এঁকেছেন কবি! সহজ পাঠের আরেক কবিতা ' শরৎ' - এ কবি বলেছেন -

" আমলকী বন কাঁপে, যেন তার বুক করে দুরুদুরু
পেয়েছে খবর পাতাখসানোর সময় হয়েছে শুরু" -

অর্থাৎ শীত এলে যে শুষ্কতায় শুধু আমরা না, গাছেরাও যে কাঁপে,গা থেকে জামা রুপী পাতা খসে যাওয়ার যে কষ্ট,সে কষ্টে যে কতটা বৈজ্ঞানিক তথ্য লুকিয়ে আছে, এ কথা কি অবলীলায় বলেছেন কবি! আর একথা এমন ভাবে বলা বোধ হয় রবি কবি ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব না! শেষে মনে পড়ে যায় বলাইয়ের কথা।তার প্রিয় শিমুল গাছকে বাঁচানোর জন্যে তার যে আর্তি, প্রার্থনা - এ কথা যেন বলাইয়ের না! কবির নিজেরই!

রবি ঠাকুর ও বিজ্ঞান, রবি ঠাকুর ও পরিবেশ,- এ আলোচনা অতি দীর্ঘ! বহু আলোচনার! শব্দের সীমাবদ্ধতায় তাকে বেঁধে রাখা বড়ই কঠিন! তবুও থামতে হয় নিয়মের বেড়াজালকে মাথায়রেখেই... তাই শেষ করি কবীর সুমনের কথায়..একটি মানুষ যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনকে নিজের জীবনে এঁকেছেন বারবার। তাঁর পরিবেশ চিন্তার ভাবনার সুর ধরে যিনি বলেছেন -

" আমি চাই গাছ কাটা হলে শোক সভা হবে বিধানসভায়
আমি চাই প্রতিবাদ হবে রক্ত পলাশে রক্ত জবায়
আমি চাই পুকুর বোজালে আকাশ ভাসবে চোখের জলে
আমি চাই সব্বাই যেন দিন বদলের পদ্য বলে।"

Tanima Mukherjee
Sem 2

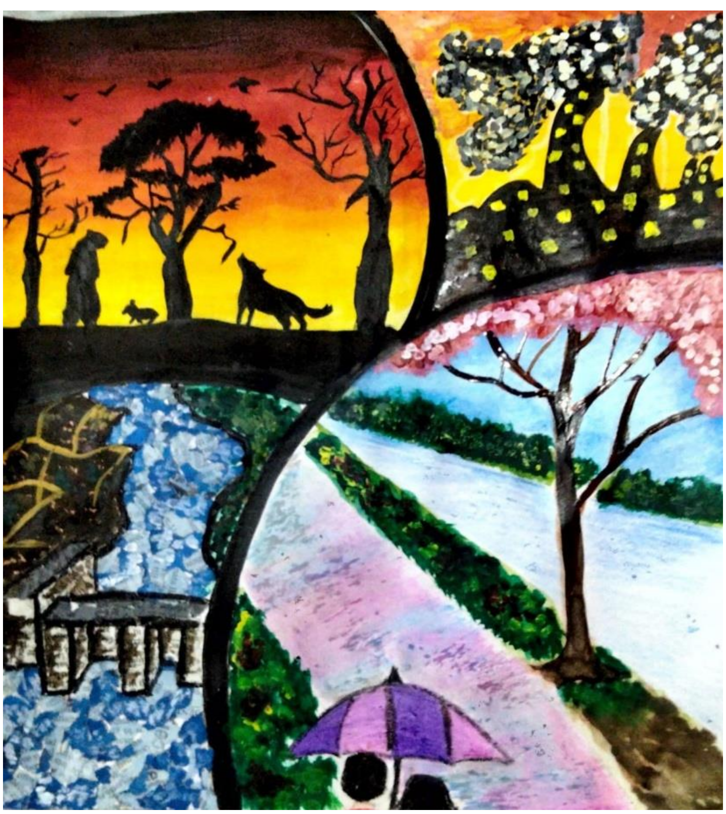

Joyasree Adhikari
Sem 4

||ভাঙনের জয়গান গাও||

~ শিঞ্জিনী ঘোষ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

--- আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।
--- জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

“মুক্তধারা”-কে বেঁধে ফেলার দিন মানুষ ভয় পেয়েছিল আপন সৃষ্টিকে। আর মানুষের সৃষ্টিকে ধূলিসাৎ করার ক্ষমতা যে পুষে রাখে অন্তরালে, সেই প্রকৃতির উদ্দাম হাসি সেদিন ছাপিয়ে গেছিল ঝরনার উদ্দাম স্রোতকে। কোন এক আত্মমগ্ন স্বার্থপর জাতি নাকি বাঁধ দেবে নদীর বুকে, বেঁধে ফেলবে ঝরনার মুক্তস্রোত? মনে মনে সংকল্প করেছিল প্রকৃতি, উচিত শিক্ষা দেবে তাদের। হয়তো তাই আজও ভরা বর্ষায় ফুঁসে ওঠে দামোদর; বেতার বার্তা আসে --- “ডিভিসি-র জল ছাড়া হয়েছে... ভেসে গেছে আশেপাশের বহু গ্রাম... বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের বহু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি...”

রাজা রণজিৎ বলেন, “দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয়নি।”

মন্ত্রী বলেন, “আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।”

নদেরচাঁদ শুনতে পায় “নদীর বিদ্রোহ”। সে বুঝতে পারে বিদ্রোহের কারণ--- “ব্রিজটা ভাঙিঁয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিক গতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়।” প্রকৃতির বুকে যার অপ্রতিরোধ্য গতি, যা সভ্যতাকে জন্ম দেয়, লালন করে, তার বুকে বাঁধ! নদেরচাঁদ ভাবে, “... কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?” যুবরাজ অভিজিৎ বলেন, “...সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে।” বাঁধের ত্রুটির সন্ধান করে তিনি প্রবল আঘাত করেন যন্ত্রাসুরকে। মুক্তধারা তার উদ্দাম স্রোতের কোলে ফিরিয়ে নেয় তার সন্তানকে। সঙ্গীতের ইঙ্গিতে বারে বারে ধরা পড়ে প্রকৃতির কারসাজি ---

“জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক---
ভাঙনের জয়গান গাও।
বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। ভাঙো...”

AKRITI MONDAL,
FOURTH SEM

Srijani Das
Fourth sem

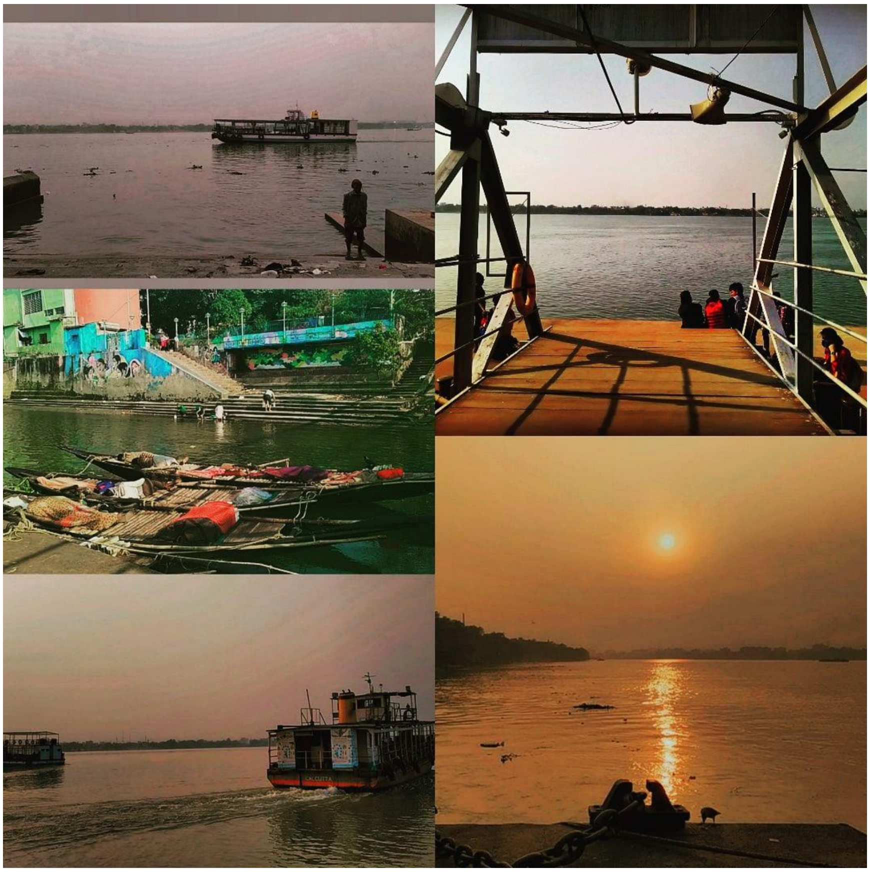

Srijani Das
Fourth sem

Srijani Guha
Sem 2

Srijani Guha
Sem 2

Srijani Guha
Sem 2

Srijani Guha
Sem 2

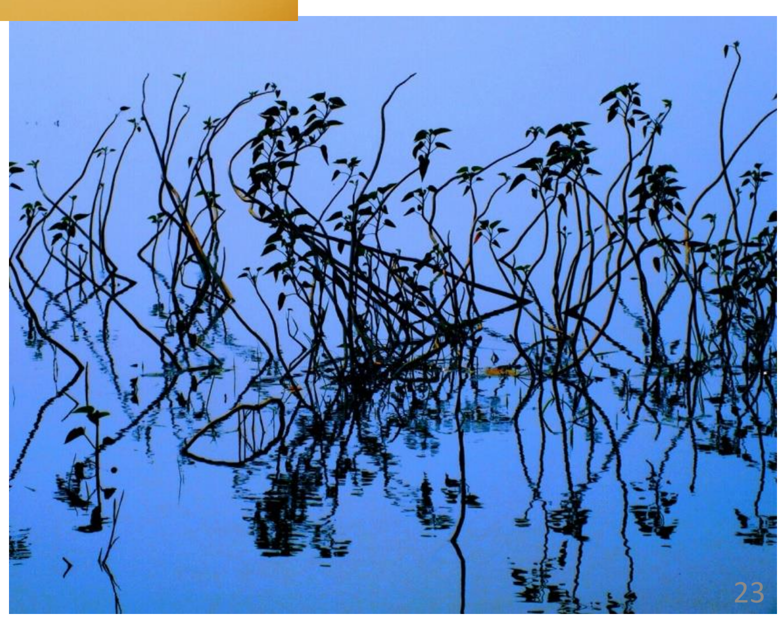

পরিবেশ, সমাজ ও আমরা

- Ayantika Mishra, Sem 4

"পরিবেশ" শব্দটি আদতে চার অক্ষরের। কিন্তু এর ব্যাপ্তি বিশাল। এক কথায় বলা যেতে পারে, আমাদের চারপাশে যা কিছু তা-ই পরিবেশ। কিন্তু এই পরিবেশ শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়। সমাজও পরিবেশের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে সমাজ তথা সামাজিক পরিবেশ আজ অনেকটাই বিপন্ন। বর্তমানে আমরা অন্যান্য বহু বিষয়কে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ভুলতে বসেছি আমাদের সামাজিক সম্পর্ক গুলোকে। আমাদের চারপাশের অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন যেমন আমাদের সাথে গাছের বন্ধুত্ব, প্রকৃতির সাথে আমাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করেছে ঠিক তেমনি আধুনিকতার প্রসার কেড়ে নিচ্ছে আমাদের মাথার ওপরে থাকা বটবৃক্ষের মতো মানুষ গুলোকে। আগের মত যৌথ পরিবার এখন আর নেই বললেই চলে। আত্মনির্ভর হতে হতে আজ বোধ হয় আমরা এমন জায়গায় চলে এসেছি যেখানে দিনের শেষে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলার মত মানুষ গুলোই আর নেই.... নেই লন্ঠনের আলোয় বসে হাতপাখা নেড়ে আদর করতে করতে গরমের সন্ধ্যেতে ভূতের গল্প বলা দাদু ঠাকুমারা, নেই পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় তারা দেখা, নেই বন্ধুদের সাথে, তুতো ভাইবোনদের সাথে খুনসুটি,হুড়োহুড়ি করা । সত্যিসত্যিই আধুনিকতা আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা গুলোকে আর দিয়েছে যান্ত্রিকতা। আর এই যান্ত্রিকতার থাবায় আমরা নিজেরা ভুলতে বসেছি নিজেদের কাছের মানুষগুলোকে, ভুলতে বসেছি আমাদের মাথার ওপরে থাকা ছাতার মতো হাতগুলোকে। আজ আমাদের কাছে ক্যান্টিনে পাশে বসে খাওয়া মানুষটি বা ওই নদীর ধার দিয়ে একসাথে সাইকেল চালানো মানুষটি বা গরমের দিনে যে রোজ আম পেড়ে খাওয়াতো সে বন্ধু নয়। আমরা এখন বন্ধু বলতে বুঝি সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা কিছু মানুষ... যেখানে পর্দা ও মুখোশের আড়ালে থাকা সেইসব মানুষের সম্পর্কে আমরা আসলে ওয়াকিবহালই নই। আমরা তিলে তিলে নিজেদের হাতে সমস্ত সম্পর্ক গুলোকে নষ্ট করেছি.... আর এরপরে আমাদের কাছে একাকিত্বে ভোগাটা খুব একটা আশ্চর্যজনক বিষয় হবার কথাই নয়!!!

রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশো বছরেরও বেশি আগে বলে গিয়েছিলেন-- "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না। "

হায়গো বিধাতা!!! কিন্তু বাস্তবে কি আমাদের কোনো অবদানই এক্ষেত্রে নেই?? আমরা কি সাময়িক সুখ আঁকড়ে ধরতে গিয়ে ভালবাসাকে হারিয়ে ফেলিনি?? যখন পরিবারকে, নিজেদের কাছের মানুষগুলোকে সাথে নিয়ে, পাশে নিয়ে থাকা উচিত তখন আমরা মেতে রয়েছি নিজেদেরকে নিয়ে, ডুবে থাকছি সোশ্যাল মিডিয়ার মোহে, মুঠো ফোনে, চ্যাটিং করতে। ভাবা যায়!!

অক্সিজেন প্রদানকারী যে গাছ একদিন মানুষ নিজের হাতে নষ্ট করেছে, আজ সেই অক্সিজেন পাওয়ার জন্য মানুষ হাহাকারে মরছে। একাকীত্ব অন্ধকার আত্মহত্যা, স্বার্থপরতা সবকিছু যেন আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। যে আধুনিকতা একদিন সভ্যতাকে অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিল, সেই আধুনিকতা আজ সভ্যতা কে ধ্বংস পথে ঠেলে দিচ্ছে। আগে মানুষ যৌথ পরিবার থেকে একতা, সহবত শিক্ষা, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা ভাগাভাগি করে খাওয়া, সামাজিকতা শিখত আর এখনকার তথাকথিত " ছোটো পরিবার, সুখী পরিবার" মানুষকে দিয়েছে একাকীত্ব স্বার্থপরতা। এর প্রভাব পড়েছে শিশুদের বিকাশেও।

তাই বলতেই হয়, শুধু প্রকৃতি নয়, আমরা যেখানে বাস করি সেই সমাজ তথা সামাজিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হবে। প্রকৃতি এবং সমাজ উভয়ই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।আগের মত নিজেদের মানুষগুলোকে সাথে নিয়ে, মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে সকলকেই। কারণ সেখানে আর যাই থাকুক বা না থাকুক ভালবাসা ছিল, প্রাণ ছিল। যে আধুনিকতা মানুষকে হিংসার দিকে ঠেলে দেয় সেই আধুনিকতা নিপাত যাক!!! মানুষের চেতনা আসুক। ফিরে আসুক বন্ধুত্ব, ফিরে আসুক শান্তি, ফিরে আসুক মানবতা।

কবির কথায় ---

" না থাকে অন্ধকার   না থাকে মোহপাপ
না থাকে শোক পরিতাপ
হৃদয় বিমল হোক   প্রাণ সবল হোক
বিঘ্ন দাও অপসারি।। "

5g – A cure or a curse!
Arpita Roy, Sem 4.

The innovative 5G network is bringing about the reality of Internet as it is able to handle significantly more technology, there are some disadvantages to be considered. Radiation form Cell phones, Wi-Fi is hurting the Birds and the Bees and 5G may make it worse. 5G is a fifth generation wireless technology that transmits data at high speeds. 5G can muster about 1 gigabyte or more and also 5G reaction time can be as low as millisecond which makes everything happen virtually, instantly and dense connections in a given square kilometre. The transmission to and from proposed 5G wireless installations are radiofrequency emissions that are an environmental pollutant found to cause cancer, DNA damage, neurological damage and other adverse health and environmental effects. The Telco's using this band rely on the existing LTE networks and will need to install a number of smaller towers to ensure adequate coverage and high-speed performance. This is an extension of the idea that cellular towers, which emit low-level RF-EMR radiation are in general damaging our bodies. RF fields have been classified by WHO's International Agency for Research on Cancer as possibly carcinogenic to human. There is no doubt that radiation at very high levels, also referred to as ionising radiation, heats up our tissue and can eventually lead to cancer.

Actress Juhi Chawla field a suit in the Delhi High Court against the implantation of 5G wireless networks in the country. In a statement, the actor said she is not against the implantation of technology advancement, but added that, while using wireless devices one is in a constant dilemma about RF radiation from wireless gadgets and network cell towers. She wants the concerned department to certify that 5G technology is safe for humans and also animals and birds.

A south Indian movie called Robot 2.0 is a significant reflection of the ill-effects of cell phone radiation and EMR. Akshay Kumar's character Pakhsirajan in 2.0 is inspired by Ornithologist Salim Ali, the Birdman of India.

While studies in Spain and Belgium have established the ill-effects of Electromagnetic Radiation (EMR) emitted by cell phones masts on birds. EMR can damage bird eggs and embryos. Researcher at the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History (SACON), Coimbatore, says that there are enough reasons to attribute bird morality to such radiation. "Cell phones and towers emit a very low frequency of 900 or 1800 megahertz, called microwaves. Studies have found that they can cause thin skulls of Chicks and thin egg shells", said Dhanya R, a researcher at SACON.

বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম...

TISHYA GHOSH
History-Sem-6

আজকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনায় সমগ্র পৃথিবী অতিমারির আতঙ্কে গৃহবন্দী। অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক প্রশ্ন মানুষের মনে।বিশ্বযুদ্ধের থেকেও ভয়াবহ এই সংকট, কিন্তু কেন? পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না হওয়ার জন্য কি এই পরিনাম অথবা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিষময় ফল! কিংবা চূড়ান্ত ভোগবাদ কি এর জন্য দায়ী বা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা? আজকে এই কারণ চিহ্নিত না করতে পারলেও উপরুক্ত যুক্তিগুলি কোনোটিই অস্বীকার করা যায় না।
সেই প্রাচীন কাল থেকেই সভ্য হতে গিয়ে মানুষ বন কেটে বসত গড়ে অরণ্য ধ্বংস করেছে, প্রযুক্তির উন্নতি তার মনকে ভোগবাদের দিকে প্রসারিত করেছে এবং এই ভোগবাদ যতই বৃদ্ধি পাবে ততই লোভ,অসূয়া,প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসুরের মতো শক্তিশালী হয়ে মানবতার ধ্বংস করে ,যুদ্ধকে আসন্ন করে তোলে। এর প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে,--শিল্পবিপ্লবের পরিণতিতে ভোগবাদের ব্যাপ্তি ঘটেছিল ; ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে পরবর্তীকালে পৃথিবী কে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ।রবি ঠাকুর তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে স্বার্থে নিমজ্জিত মানুষকে পরিবেশ নিয়ে কর্তব্য সচেতন করতে চেয়েছেন, মনে করিয়েছেন,— মানবজাতি পরিবেশের ওপর ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল তাই তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষেরই।পরিণতি জেনেও নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে চলেছে। কিন্তু এই হিংস্র উন্মত্ততা থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে যুগে যুগে মহামানবেরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন।এ যুগের অন্যতম চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পরিবেশ সচেতনতার কথা বলেছেন,-- হিংসার বিনাশে মানবতার উদ্বোধনে,দিশা দেখিয়েছেন 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' প্রচারে।এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে তাহলে কি সভ্যতার এই উন্নতি কে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো?—কখনোই না ।

তাইতো প্রয়োজন এক সার্থক মেলবন্ধনের, যেখানে মানুষকে বুঝতে হবে যে মানবজাতি যেমন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি ভোগ সর্বস্বতা নয়, জীবনে মানবিক বোধের উদ্বোধন হলেই পারস্পরিক সৌহার্দ্য দৃঢ় হয়ে পৃথিবী হবে সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়েছেন বুদ্ধের সেই বাণী ,--

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিষঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

“ঊর্ধ্ব অধোতে চার দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।“

Shinjinee Ghosh,
Second sem

দাও ফিরে সে অরণ্য –
প্রত্যাশা পাল

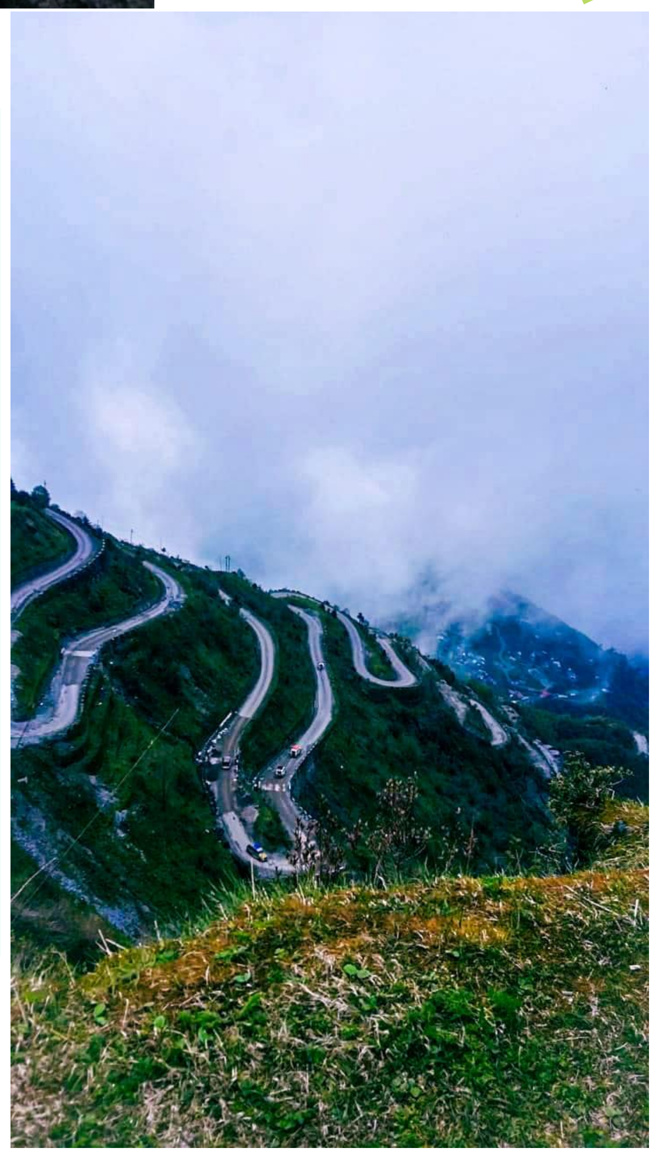

Ashmita Kundu,
Second sem

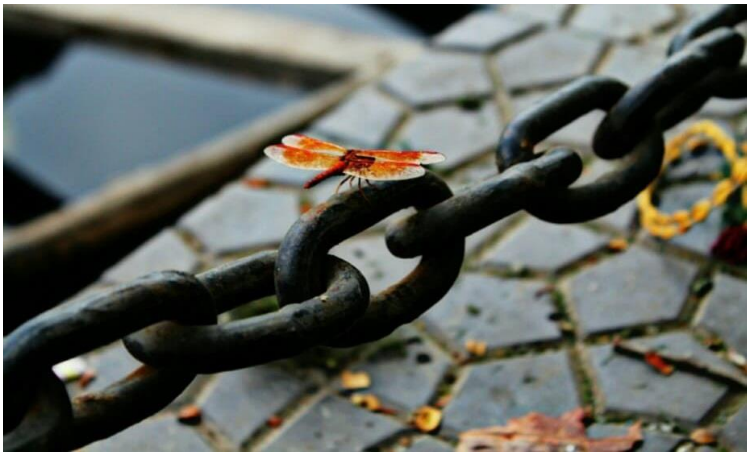

Tiyasa Bose
SEM 4

Acknowledgment

For accomplishing this wonderful innovative work we, the students of Department of History want to sincerely thank the NSS Unit of BETHUNE COLLEGE, our professors ,all those students who gave their beautiful creative inputs in such a short period of time.We would like to thank,Sagnik Mondal, Guest Lecturer of Zoology Department of Mahishadal Raj College who guided us for compiling and editing the magazine.